শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পৌরনিগম, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী, বিদ্যুৎ ও পরিবহন বিভাগের কর্মচারী সংগঠনগুলির আহ্বানে

বকেয়া মহার্ঘভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি গঠন সহ সর্বমোট ৬ দফা দাবিতে

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা রাণী রাসমণি এভিনিউ থেকে হাজরা পার্ক পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মহামিছিল

বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন যে উল্লিখিত ৬ দফা দাবি নিয়ে উদ্যোক্তা সংগঠনগুলি যুক্তভাবে গত নভেম্বর '১৪ থেকে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী প্রতিপালন করে চলেছে। রাজ্যে অধিষ্ঠিত 'মা-মাটি-মানুষ' এর সরকার রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র অংশের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক সন্ত্রাসরাজ কায়েম করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ পদদলিত হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মঘটের অধিকারও দারুণভাবে আক্রান্ত। রাজ্যজুড়ে চলছে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, তোলাবাজি, হুমকি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের ঘটনা। গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ বিচারবিভাগকে প্রতিনিয়ত আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। আমলাতন্ত্র, পুলিশ প্রশাসন এবং শাসক রাজনৈতিক দল জোট বেঁধে সমগ্র জনগণের উপর বল্গাহীন আক্রমণ চালাচ্ছে। এর থেকে আমরাও রেহাই পাচ্ছিনা। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য নানা ধরণের প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে উঠেছে। 'গণতন্ত্র বাঁচাও কমিটি', 'চিট ফান্ড সাফারার্স কমিটি', 'এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের অনশন মঞ্চ', 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ মঞ্চ', 'আমরা আক্রান্ত' ইত্যাদি মঞ্চগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রের আক্রমণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আমরাও তীব্র অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছি আন্দোলন। বর্তমান রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত চার-চারটি বাজেট পেশ করলেও কোন বাজেটই কার্যত পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হত এবং কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ তা নির্দিষ্ট থাকত। রাজ্যে সরকারী পরিষেবায় নিযুক্ত সমগ্র শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মহার্ঘভাতাসহ নানা খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকত এবং তার ফলে বছরে দুই কিস্তি মহার্ঘভাতা আমরা নিয়মিত পেয়েছি, পে-কমিশনের সুযোগ সুবিধাও পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার এবং তার অর্থ দপ্তরের পরিকল্পনার দুর্বলতা এবং শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের স্বার্থবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আজ আমরা চরমভাবে বঞ্চিত। মেলা-খেলা-পুরস্কার-দানখয়রাতি-উৎসবের জন্য সরকারের টাকার অভাব নেই, টাকা নেই কেবল রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ন্যায্য পাওনা-গন্ডা মেটানোর বেলায়। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ কার্যকরী না হওয়ার বঞ্চনা তো রয়েছেই, শুধু তাই নয়, বকেয়া মহার্ঘভাতার পরিমাণও বিপুল। আমরা অতি সম্প্রতি এক কিস্তি মহার্ঘভাতা যেটি পেয়েছি সেটি ২০১২ সালে জানুয়ারী মাসের প্রাপ্য (প্রথম কিস্তি)। বর্তমান বকেয়ার চিত্র হল—২০১২ সালের জুলাই—৭ শতাংশ, ২০১৩ সালের জানুয়ারী—৮ শতাংশ, ২০১৩ সালের জুলাই—১০ শতাংশ, ২০১৪ সালের জানুয়ারী—১০ শতাংশ, ২০১৪ সালের জুলাই—৭ শতাংশ, সর্বমোট ৪২ শতাংশ বকেয়া। ইতোমধ্যে জানুয়ারী ২০১৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আরও এক কিস্তি ৬-৭% পাওনা হয়েছে। যা অচিরেই ঘোষিত হবে। ফলে তখন প্রাপ্য গিয়ে দাঁড়াবে ৪৮ বা ৪৯ শতাংশ। যার ফলে এখনই প্রতি মাসে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষকরা ন্যূনতম ৩ হাজার থেকে ১৪ হাজার টাকা কম পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই সময়কালে যাঁরা অবসর নিয়েছেন বা নেবেন তাঁরা অবসরজনিত অর্থনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা কম পাচ্ছেন বা কম পাবেন। এই নিদারুণ বঞ্চনা আর কতদিন আমরা সইবো? তাই আজ আবার পথে নামবো। বঞ্চনার অবসানের দাবিতে। আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক সমাজের কাছে তাই আহ্বান—মহামিছিলে পা মেলান। আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গড়ে তুলুন।

ভবদীয়—

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ● নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়ন ● কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● কে এম ডব্লু এন্ড এস এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন

দাবিসনদ

১। রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বৌর্ড-কর্পোরেশন সহ বিধিবদ্ধ সংস্থার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে।

২। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি গঠন করতে হবে।

৩। শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল সহ প্রশাসনিক দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে। হয়রানিমূলক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বদলী করা চলবে না। ধর্মঘটের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে হবে।

৪। প্রশাসনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বিধিবদ্ধ সংস্থাসহ সর্বস্তরে স্থায়ী শূন্যপদগুলি পূরণ করতে হবে হবে। অনিয়মিত এবং চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগ সহ নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। শিক্ষার অধিকার আইন বা কোনো অজুহাতে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে কর্মচ্যুত করা যাবে না।

সরকারী পরিষেবায় নিযুক্ত সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে।

নতুন পেনশন স্কীম বাতিল করতে হবে।

৫। মৃত কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পরিবারের পোষ্যের চাকরি সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, পঞ্চায়েত ও বোর্ড-কর্পোরেশনের কর্মচারীদের **W.B.H.S.-2008** স্কীমের আওতাভুক্ত করতে হবে। এই স্তরের কর্মচারীদের ইএসআই অন্তর্ভুক্তি চলবে না।

শিক্ষার মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে সমাজবিরোধীদের হামলা ও আক্রমণ বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বত্র সুনিশ্চিত করতে হবে।

৬। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির আহ্বায়ক মনোজকান্তি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিও-প্রিন্ট, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।